R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ঃ ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৬শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১২ই আগষ্ট, ১৯৯৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সি পি এমের সমর্থনে কংগ্রেসের সভাপতি ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতিতে, বাকী ছ'টিতেই সি পি এম

বিশেষ প্রতিবেদক : মহকুমার সাতটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নির্বাচন গত সপ্তাহে সমাপ্ত হয়েছে। ফরাক্কা বাদে বাকী ছ'টি পঞ্চায়েত সমিতিতেই সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সি পি এম থেকে। রঘুনাথগঞ্জ-১ ও সাগরদীঘি ব্লকে সভাপতি নির্বাচনে সি পি এম প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হ'ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এর পূর্বে সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতি ছিল কংগ্রেসের দখলে। সেখানে ৬ আগষ্ট নির্বাচনের দিন সি পি এমের ২৭ জন সদস্য দেবগ্রামের আশীষ ব্যানার্জীকে সভাপতি ও গোবরধনডাঙ্গার সুকুরুন্নেশা বিবিকে সহসভাপতি নির্বাচন করেন। বিপক্ষে কংগ্রেসের ৪ জন সদস্য থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। অন্যদিকে রঘুনাথগঞ্জ-১নং ব্লকে সিপিএমের কল্পনা মুখার্জীও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হ'ন। সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে বাণী সিংহ, সুতী-১নং এ অমিত দাস, সুতী-২নং এ হোসেন আলী ও রঘুনাথগঞ্জ-২নং ব্লকে জহর আলী সভাপতি নির্বাচিত হ'ন। উত্তেজনা দেখা দেয় ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতিতে। সেখানে মোট ২৪টি আসনের মধ্যে সিপিএম পায় ১২, কংগ্রেস ১০, বিজেপি ১ ও নির্দল ১। কংগ্রেস, বিজেপি ও নির্দল মিলে জোট করলে টাই অবস্থা দেখা দেয়। নির্বাচনের দিন কড়া পুলিশী পাহারায় সভাপতি নির্বাচন শুরু হয়। নির্বাচনে দেখা যায় সিপিএমের এক সদস্যা মামণি ঘোষ কংগ্রেস জোটের সমর্থনে ভোট দিলে কংগ্রেস জোট ১৩—১১ ভোটে জয়লাভ করেন। সভাপতি পদ তপশীল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকায় কংগ্রেসের মিতালী সাহা সভাপতি ও সহসভাপতি বিজেপির মৃদুলা সাহা নির্বাচিত হন। তবে সহসভাপতি পদে টাই ভাঙ্গতে লটারীর ব্যবস্থা নিলে কংগ্রেস—বিজেপি জোট ঐ আসনেও জয়লাভ করে। ফরাক্কায় ঐ দুটি পদের নির্বাচনকে ঘিরে এতই উত্তেজনা ছিল যে, ব্লকের প্রশাসনিক প্রধান হয়েও বিডিও শ্রীমতী পর্ণা চন্দ নির্বাচনের খবরাখবর আমাদের দিতে অস্বীকার করেন।

সমাজ বিরোধীদের দখলে রবীন্দ্রভবন

বিশেষ প্রতিবেদক : রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবনটি বর্তমানে সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। ভূতপূর্ব মহকুমা শাসক দেবব্রত পালের তৎপরতায় ভবনটি শহরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। বিগত তিন বছর ধরে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে ভবনটির দরজা, জানালা চুরি হয়ে গিয়েছে। এমন কি ইলেকট্রিক ওয়ারিংও খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। ভবনটির তত্ত্বাবধানের জন্য এখানে একটি কমিটি রয়েছে। অথচ তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই ভবনটি রক্ষণাবেক্ষণের। রবীন্দ্র মূর্তিটি কালিমালিপ্ত। সন্ধ্যের পর ভবনের সামনের চত্বর এ্যামবাসাডার ও জীপের ষ্ট্যাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের প্রতিবেদক সরজমিন তদন্তে দেখে এসেছেন স্থানীয় কিছু যুবক দিনেরবেলায় তাসের আড্ডা জমান মঞ্চের উপরে এবং রাতে সেখানে মদের আসর বসে। তার নিদর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই অঞ্চলের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ভবনের এই হতশ্রী অবস্থার জন্য বর্তমান মহকুমা শাসক মনীষ রায়ের নিষ্ক্রিয়তাকেই দায়ী করেন এবং ধামাধরা কমিটি সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবী জানান।

জেলায় ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৮ আগষ্ট বহরমপুরের সন্নিকটে বানজেটিয়ায় অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত মুর্শিদাবাদ কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং নামে একটি ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উদ্বোধন করেন। এটি রাজ্যে সম্প্রতি উদ্বোধন হওয়া পঞ্চম ডিগ্রী ইঞ্জিনীয়রিং কলেজ বলে জানা যায়। অনুষ্ঠানে জেলার অন্যান্য মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে মুর্শিদাবাদ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির চত্বরেই কলেজটির পঠন-পাঠন চলবে। এক বছরের মধ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে কলেজটি বহরমপুরের নিকট মানকরাতে নিজস্ব বিল্ডিং-এ উঠে আসবে। সেখানে থাকবে কলেজ হষ্টেল ও কর্মী আবাসন। কলেজটি রাজ্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

নতুন জেলা শাসক হরিকৃষ্ণ ত্রিবেদী এবং পুলিশ সুপার সোমেন মিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : জেলার পুলিশ সুপার মৃত্যুঞ্জয় সিংহ বদলী হয়ে চলে গেলেন মেদিনীপুরে। তাঁর জায়গায় এসেছেন কলকাতা পুলিশের ডি সি (ডি ডি—২) সোমেন মিত্র। মৃত্যুঞ্জয় সিংহ যাবার আগে মুর্শিদাবাদের বহু থানার সঙ্গে জঙ্গীপুর মহকুমার দুটি থানার ওসি-দের বদলী করে যান। সুতী থানার বিতর্কিত ওসি চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যকে দৌলতাবাদ থানায় এবং সামসেরগঞ্জ থানার ওসি বিভাস গাঙ্গুলীকে ডি ই বি (এনফোর্সমেন্ট) তে পোষ্টিং করা হয়েছে। পরিবর্তে সুতী থানায় এসেছেন ভগবানগোলা থানা থেকে অরুণ মণ্ডল এবং সামসেরগঞ্জ থানায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৬শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ ভাবা যায় ? ॥

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এমন গগনস্পর্শী মূল্যের তকমা আঁটিয়াছে যে, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষ তাহা সংগ্রহ করিতে নাজেহাল হইতেছেন। জীবন ধারণের জন্য যে অপরিহার্য উপকরণ—চাল, ডাল, তেল, আটা, চিনি, কিছু সবজি, কিনিতে হিমসিম খাইতে হইতেছে। দরের প্রবগত্ব রোধ করা যাইতেছেনা। এমন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাইতেছেনা। ব্যাখ্যা কিছুটা মিলিলেও প্রতিবিধান হয় না।

রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার, কোনও পক্ষেরই এই দরবৃদ্ধির ব্যাপারে মাথা ব্যথা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে গদি সামলাইতে ব্যস্ত; অন্যদিকে মন দিবার অবকাশ কম। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় ব্যস্ত, কীভাবে তাহার পতন ঘটাইয়া অন্যরূপ সরকার গড়িতে পারা যায়, তাহার কারণে সময় ব্যয়িত হইতেছে। সুতরাং জনদরদী শাসককুল (কেন্দ্র এবং রাজ্য) আজ সাধারণ মানুষের কথা ভাবিবার অবকাশ পাইতেছেন না। ফলে দরিদ্রের যেমন নাভিশ্বাস, উচ্চবিত্ত ও সরকারী কৃপায় বর্দ্ধিত বেতনভোগী কর্মচারীদের তেমনই উল্লাস পরিলক্ষিত হইতেছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা দরবৃদ্ধির জন্য ভাবিত নহেন। দফায় দফায় ডি. এ.-র দাক্ষিণ্য ত রহিয়াছে! তাই চিন্তা নাই।

ভাবনা নাই পুলিশ কর্মচারীদেরও। তাঁহারা যে দরে রেশনের জিনিসপত্র পান, তাহা সত্যযুগের বাজারের দর। যেখানে খোলাবাজারে চালের কেজি ন্যূনতম ১০ টাকা, পুলিসী রেশনে তাহা ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা কেজি গম, ৩০/৩২ টাকা কেজির ডাল ৬০ পয়সা, ১৭ টাকা কেজির চিনি ৭০ পয়সা, ৫৫ টাকা কেজির সরিষার তেল ২ টাকা। এই বাহ্! কারণ কী? সরকারী ভরতুকি দিয়া পুলিস কর্মচারীদের জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কোনই ব্যবস্থা নাই দিনমজুর, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষদের জন্য।

সাধারণ মানুষদের জন্য রেশন ব্যবস্থা দুই প্রকার। (এক) বিধিবদ্ধ রেশনিং, (দুই) সংশোধিত রেশনিং। উভয় ক্ষেত্রে যে দ্রব্য সরবরাহ করা হয়, তাহার দাম খোলাবাজারে দাম অপেক্ষা কিছু কম। তাও সব জিনিস পাওয়া যায় না। রেশন ব্যবস্থা এখন তেমন সচল নয়। নির্বাচনী প্রচারে মূল্যবৃদ্ধির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য পরস্পর মুণ্ডপাত করিতে থাকে। দরিদ্রেরা বা নিম্নবিত্তেরা যে তিমিরে, সেই তিমিরে। পুলিস কর্মচারীদের ক্রয়ক্ষমতা থাকিলেও জলের দরে তাঁহারা রেশনে জিনিস পান; আর ক্রয়ক্ষমতা যাঁহাদের খুবই সীমাবদ্ধ, তাঁহারা জিনিস কিনিতে গিয়া হা-হুতাশ করেন, এই অসাম্যবাদ কবে ঘুচিবে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

বিদ্যালয় সমস্যা প্রসঙ্গে

সুনাগরিকরাই বিশ্বনাগরিক হতে পারেন। তাই বিশ্বায়নের শুরুটা একটি স্থান থেকে হবে। আমাদের রঘুনাথগঞ্জ শহরে আর একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অত্যন্ত দরকার। সারা বিশ্বের এতো সমস্যার মধ্যে এই মূল সমস্যাটা হারিয়ে আছে। তাই এদিকে দৃষ্টি নেই। কিম্বা আছে—বছরে একবার। যাঁর বাড়ির ছেলে বা মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে ভর্তি সমস্যাটা তাঁর কাছে তখন অতি প্রবল। ছাত্রসংগঠনগুলির পবিত্র দায় বেশী সংখ্যায়, আরও বেশি সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ঠুসে দেয়া। শিক্ষক-শিক্ষিকরা রুখে দাঁড়ান। ষ্ট্রাইক, অবস্থান, ঘেরাও—অচলাবস্থা। এবার প্রশাসন নড়েন। মিটিং হয়। পরিশেষে ছাত্রসংগঠনের দাবীর সঙ্গে আপোস করে আরও বেশি ভর্তি। সমস্যাটা জটিল হতে থাকে। তবু এটাকে সমাধান মনে করে সবাই বৎসরান্তরের জন্য নিশ্চিন্ত। রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র সংগঠনের নেপথ্যে থেকে বাৎসরিক কর্তব্য সাধন করেন পরস্পরকে দোষারোপে। স্থানীয় পত্রিকাগুলিকে আমি আবেদন করেছি, এই সমস্যার মৌলিক আলোচনা প্রকাশ করে জনসাধারণের কাছে বিষয়টি চেতনা থেকে কাজের স্তরে পৌঁছে দিতে। এগিয়ে আসুন—সকলে মিলে একটা শুভ সূচনা করি—কথায় কলমে নয়, কাজে।

৮/৮/৯৮ হরিলাল দাস, রঘুনাথগঞ্জ

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

বিদায় অনুষ্ঠানে এ্যাডহক পেনশনের চেক পেলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা: অরঙ্গাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়নাল আবেদিন গত ৩১ জুলাই কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। ঐ দিন তাঁর বিদায় অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিধায়ক এবং বিডিওর উপস্থিতিতে এ্যাডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ আবুল হোসেন এ্যাডহক পেনশনের চেকটি জয়নাল আবেদিনের হাতে তুলে দেন। বিদায় অনুষ্ঠানে এ্যাডহক পেনশনের চেক পাওয়ার ঘটনা বিরল। কেননা অভিজ্ঞতায় বলে অনেক ঘোরাঘুরির পর শিক্ষকেরা এ্যাডহক পেনশন পান।

চাঁইপাড়ায় বাড়ী লুটপাট

জঙ্গীপুর: গত ২৯ জুলাই পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডের চাঁইপাড়ায় নটি বাড়ী লুট হয়। মানকু মণ্ডলের নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতি বোমা ফাটিয়ে ঐ সব বাড়ীতে আসবাবপত্র, খাদ্য সামগ্রীসহ সবকিছু লুট করে নেয় বলে খবর। নানকু মণ্ডল কিছুদিন পূর্বে খুনের অভিযোগে গ্রাম ছাড়া ছিল বলে গ্রামবাসীরা জানান। উক্ত নটি বাড়ীর লোকজন তৃণমূলের সমর্থক হওয়ায় সিপিএম ঐ সব বাড়ীতে লুটপাট চালায় বলে তৃণমূল নেতা তাজিলুর রহমান জানান। ঐ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

সম্মতিনগরে বোর্ড গড়ল কংগ্রেস—বিজেপি

জঙ্গীপুর: সম্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ছিল ১৬। কংগ্রেস ৭, বিজেপি ৩, সিপিএম ৩, এসইউসিআই ২ ও সিপিআই ১টি আসন পায়। ঐ পঞ্চায়েতের প্রধান পদটি তপশীল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। সেই অনুসারে কংগ্রেসের প্রীতিকণা সাহা প্রধান ও বিজেপির রাজকুমার জৈন উপপ্রধান নির্বাচিত হ'ন। কংগ্রেস-বিজেপি জোট নির্বাচনে ১০-৬ ভোটে জিতে বোর্ড করে। অন্যদিকে আমাদের পত্রিকার গত সংখ্যায় জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতে উপপ্রধানের নাম বিজেপির রাজকুমার জৈন প্রকাশিত হয়েছে। ওখানে ঐ দলেরই জয়দেব হালদার হবে। এছাড়া জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রথমে সিপিএম, আরএসপি ও কংগ্রেসের মধ্যে আঁতাতের যে খবর বার হয়েছে সে ব্যাপারে সিপিএমের জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, আমরা ঐ গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন বিরোধী দলের সঙ্গে আঁতাতে যায়নি।

পটাশ সার বাজারে অমিল

সাগরদীঘি : এই ব্লকের খরিপ মরশুমের ধান রোয়ার কাজ শেষ। কিন্তু চাষীরা পটাশ সার পাচ্ছেন না। দোকানদারের বক্তব্য, পটাশ সার আসছে না। অন্যদিকে চাষীদের অভিযোগ চড়া দরে ব্যবসায়ীরা পটাশ সার বিক্রী করছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় কৃষি বিভাগ কোন নজর দিচ্ছে না। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে এক কৃষক প্রশিক্ষণে কৃষি দপ্তর থেকে চাষীদের বলা হয় জমিতে পটাশ দিলে রোগ পোকা দমন ও দানা শস্য পুষ্ট হবে। কৃষি দপ্তরের কথায় ও কাজে এই ব্যবধান চাষীদের হতাশ করেছে।

পৌর এলাকার বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে ডেপুটেশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২৭ জুলাই জঙ্গীপুর পৌর এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা নিয়ে স্থানীয় ম্যাকেঞ্জী মোড়ের এ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনীয়ারের অফিসে এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে পৌরসভা, ডি ওয়াই এফ আই ও সি আই টি ইউ-এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। স্মারকলিপি দেওয়ার সময় ডিভিসনাল ইঞ্জিনীয়ার, মুর্শিদাবাদও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদের ছয় দফা দাবীগুলি ছিল— পৌর এলাকার জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জ পাড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ সুষ্ঠুভাবে করতে পৃথক গ্রীড চালু, গ্রাহক সংখ্যা অনুপাতে কর্মচারীর সংখ্যা জঙ্গীপুরে বাড়ানো, জঙ্গীপুরে এসএস-এর অফিস না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান কল সেন্টারেই নতুন এসএস বসার ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধানে ওয়াকিটকির ব্যবস্থা, গ্রামীণ এলাকায় কল সেন্টার বৃদ্ধি, গ্রাহকদের সুবিধার্থে একদিনের পরিবর্তে দু'দিনে বিল গ্রহণের ব্যবস্থা করা এবং লো ভোল্টেজ সমস্যা সমাধান। উপস্থিত ইঞ্জিনীয়াররা সমস্ত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন। কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাবত্ত পাঠানো হয়েছে অনুমোদনের জন্য বলে জানা যায়। অন্যদিকে স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তর জঙ্গীপুর পাড়ে অত্যধিক 'হুকিং' প্রতিরোধে জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নচেৎ জঙ্গীপুরে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার হাল ফেরানো অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে জানান।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, আমার পিসিমাতা শ্রীমতী গৌরী রায় স্বামী শ্রীঅশোক রায় সাং ও পোঃ বাঘডাঙ্গা, থানা কান্দী, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়া থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন লালখাঁড়দিয়ার ও মথুরাপুর মৌজার এবং সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত মনিগ্রাম, শের, শেওড়া ও খেরুর মৌজার কতক সম্পত্তি লইয়া আমার বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালতে ৭৬/৮৯ নং স্বত্ত্ব মোকর্দমা আনয়ন করিলে আমি উক্ত রায় ডিক্রীর অসম্মতিতে জঙ্গিপুর সহকারী জেলা জজ আদালতে ২১/৯৪ নং স্বত্ত্ব আপীল মোকর্দমা দায়ের করিয়া তাহাতেও পরাজিত হই। তৎপর উক্ত রায় ডিক্রীর অসম্মতিতে মহামান্য কলিকাতা হাইকোর্টে এস. এ. টি নং ২২২৪/৯৮ মোকর্দমা দায়ের করিয়াছি।

ইদানীং আমি শুনিতেছি যে, আমার উক্ত পিসিমাতা মামলার সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিবেন বলিয়া খরিদ্দার সংগ্রহে ব্যস্ত আছেন। এমত পরিস্থিতিতে যদি কেহ তাঁহার নিকট সম্পত্তি খরিদ করেন তাহা নিজ দায়িত্বে করিবেন এবং কোনপ্রকার গোলমাল হইলে তাহার জন্য দায়ী থাকিবেন। ভবদীয়—

শ্রীপ্রণবকুমার ত্রিবেদী, পিতা কালীপদ ত্রিবেদী
সাং ও পোঃ জঙ্গিপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

৩৪ নং জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪ নং জাতীয় সড়কের বহরমপুর থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত রাস্তাটির বেশীর ভাগ অংশই খাল-ডোবায় ভরে গেছে। একটু বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমে নদীর আকার ধারণ করে। বিশেষ করে জনশী, শেখদীঘি, উমরপুর হতে ধুলিয়ান প্রভৃতি জায়গার অবস্থা সবচেয়ে বেশী খারাপ। খাল-ডোবা বাঁচিয়ে বাস-লরী যেতে বেশ কসরত করতে হয়। এর ফলে গাড়ী চলে এঁকে-বেঁকে সর্পিল গতিতে। কখনো আবার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রাস্তার খারাপ অবস্থার জন্যই দুর্ঘটনা বাড়ছে। বাড়ছে রাস্তায় যানজট। এর ফলে বাসযাত্রীদের হয়রানি বাড়ছে। এই সড়কে বাস কিংবা লরি দুর্ঘটনা প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন দিন নেই যে এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে না। এদিকে কর্তৃপক্ষ অদ্ভুতভাবে নীরব।

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

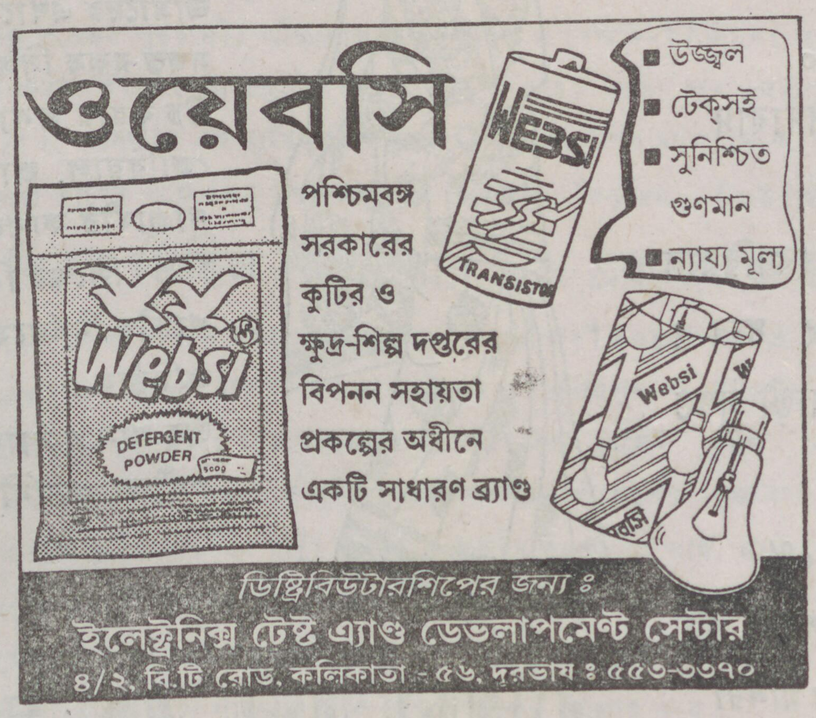

ই, টি, ডি, সি'র কমপিউটারের সাহায্যপুষ্ট নকশা প্রস্তুত কেন্দ্র (ক্যাড সেন্টার) বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের জন্য সুলভে আধুনিক নকশা সরবরাহ করছে।

চালু চিমনী ভাটা বিক্রী

৩৪নং জাতীয় সড়কের ধারে গদাইপুর এলাকায় একটি চালু চিমনী ভাটা এবং ব্যবসা উপযোগী আনুমানিক ২৫ বিঘা জায়গা বিক্রী আছে।

যোগাযোগের ঠিকানা—
অশোককুমার জৈন
মহাবীর বস্ত্রালয়
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬২২৩

ব্যস্ত ফুলতলায় যাত্রীদের কোন স্বাচ্ছন্দ্য নেই

নিঃ সঃ জঙ্গিপুর মহকুমার ব্যস্ত এলাকা রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলা। প্রতিনিয়ত যেভাবে বিভিন্ন রুটের যাত্রীবাহী বাস থেকে মানুষের ঢল নামে, তাতে মাঝে মধ্যেই যানজটে পথ অচল হয়ে যায়। ট্রাফিক পুলিশের সে দিকে লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্য শুধু পয়সা রোজগারে। তাই এখানে নিয়ম বে-নিয়ম বলে কিছু নেই। ফুলতলায় যাত্রীদের রোদ বৃষ্টিতে দাঁড়াবার একমাত্র বিশ্রামাগার আজ বাস মালিকদের টিকিট কাউন্টার। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই সব অব্যবস্থা দেখার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বলে কিছু আছে কিনা তাও বোঝা মুস্কিল।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—*ডাঃ সাহা*

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

সকলকে অভিনন্দন জানাই—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

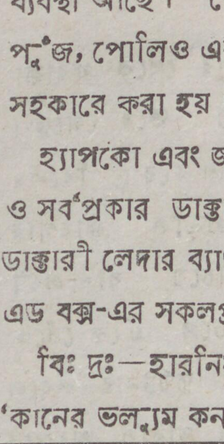

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%

✪ *সততাই আমাদের মূলধন* ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | *ধনঞ্জয় কাদিয়া* ম্যানেজার | *অচিন্ত্য মন্ডিয়া* সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি. পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত,মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকার ও জেলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত হচ্ছে। এ বছর জয়েন্ট এনট্রান্সে উত্তীর্ণ ১২০ জন ছাত্রছাত্রীকে এখানে ভর্তির সুযোগ দেওয়া যাবে। বর্তমানে কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও ইন্সট্রুমেটেসনের উপরেই এখানে পাঠদান করা হবে। রাজ্য সরকারের ২ কোটি ছাড়াও জেলা পরিষদ আরও এক কোটি টাকা ব্যয় করবেন এই কলেজটির পিছনে। এছাড়া জেলা থেকে বড় ব্যবসায়ী, ডাক্তার ও বিভিন্ন ধনী ব্যক্তির কাছ থেকেও কয়েক লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হয় উদ্বোধনের দিন।

নতুন জেলা শাসক হরিকৃষ্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খড়গ্রামের ওসি মাইনুল হক। অন্যদিকে জেলা শাসক সৌরভ দাসও বদলী হয়ে গেছেন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোজেক্টের জয়েন্ট সেক্রেটারী পদে। তাঁর জায়গায় আসছেন জেলার প্রাক্তন অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সোমেনবাবুর সমসাময়িক হরিকৃষ্ণ ত্রিবেদী। সোমেনবাবুও কর্মসূত্রে শ্রীত্রিবেদীর সঙ্গে একই সময়ে এই জেলায় ছিলেন বলে জানা যায়

QUALIFIED COST ACCOUNTANT (AICWA) and C. A. (FINAL) STUDENT—
B. Com. PASS & HONS. ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে ইচ্ছুক। যোগাযোগের ঠিকানা— তুষন্ত দাস, C./O. ডাঃ স্বাধীনকুমার দাস, গোডাউন রোড, রঘুনাথগঞ্জ। Phone No. 66-640

ডাঃ ধ্রুব রায়

নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ সার্জেন এবং অডিওমেট্রিস্ট

(কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত)

প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত

নিম্ন ঠিকানায় বসবেন—

কসমো মেডিক্যাল ষ্টোর্স

রঘুনাথগঞ্জ ঃ বাগানবাড়ী ঃ মুর্শিদাবাদ

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯